জাহ্নবী চিত্রমের ছুটির ফাঁদে চিত্রে উৎপল • অপর্ণা • সৌমিত্র

প্রণব বসু নিবেদিত

জাহ্নবী চিত্রমের দ্বিতীয় অবদান

# ছুটীর ফাঁদে

কাহিনী : **সমরেশ বসু।** সঙ্গীত : **নচিকেতা ঘোষ।**

চিত্রনাট্য : সংলাপ ও পরিচালনা : **সলিল সেন।**

প্রযোজনা : প্রণব কুমার বসু, রেখা সিংহ, সচ্চিদানন্দ সিংহ।

চলচিত্রায়ণ : কৃষ্ণ চক্রবর্তী ॥ প্রধান সম্পাদক : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : সূর্য চট্টোপাধ্যায়।

## : রূপায়ণে :

**সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন. উৎপল দত্ত, শিবানী বসু, রবি ঘোষ,** চিন্ময় রায়, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণকুমার, জহর রায়, রসরাজ চক্রবর্তী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সুজাতা দত্ত, কিরণময় লাহিড়ী, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, বলাই মুখোপাধ্যায়, গজা বসু, মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়, সূর্য চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিবাজী দাস, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

কণ্ঠসঙ্গীত : **মান্না দে, আরতি মুখোপাধ্যায় ॥** গীতরচনা : **সমরেশ বসু, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥** আলোক সম্পাত : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, গোকুল হালদার, মধুসূদন হালদার ॥ দৃশ্যনির্মান : রাধানাথ নায়েক, পঞ্চু. কালাচাঁদ, অক্ষয়, মণি, গোপাল, ননী, দ্বিজ, সন্তোষ, কানাই, সুশীল বসু, হারা, মহম্মদ ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী কুমার রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ফণিভূষণ সরকার, পঞ্চানন ঘোষ, অবনী মজুমদার, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

## : সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনা : সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সঙ্গীত পরিচালনা : ভি, বালসারা ॥ শব্দগ্রহণ : যুগারাম ॥ শব্দপুনর্যোজনা : জোতি চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ সরকার ॥ সঙ্গীতগ্রহণ : বলরাম বারুই ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য ॥ দৃশ্যপট : নবকুমার কয়াল।

সম্পাদনা : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ চলচ্চিত্রায়ণ : অনিল ঘোষ, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ॥ সাজসজ্জা : বিশু চক্রবর্তী ॥ ব্যবস্থাপনা : তিলক দাসগুপ্ত, বিজয় দাস, শিবাজী দাস ॥ রূপসজ্জা : মুন্সিরাল ॥ সম্পাদনা : রবীন সেন ॥ প্রধান কর্মসচীব : মহাদেব সেন ॥ রূপসজ্জা : বসির আহমেদ ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন ॥ সঙ্গীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দপুনর্যোজনা শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ প্রচার পরিকল্পনা : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচারশিল্পী : পূর্ণ জ্যোতি ॥ স্থিরচিত্র : এড্না লরেন্স ॥ পরিচয়লিখন : নিতাই বসু ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই।

নিউ থিয়েটার্স একনম্বর ষ্টুডিওতে গৃহীত আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

## : কৃতজ্ঞতাস্বীকার :

সত্যনারায়ণ খাঁ, এ্যামলগেমেটেড ফিল্মস্। সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় ( গদরেজ ) যুগান্তর, প্রসাদ।

বিশ্বপরিবেশনা : **চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিমিটেড।**

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭এ, লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

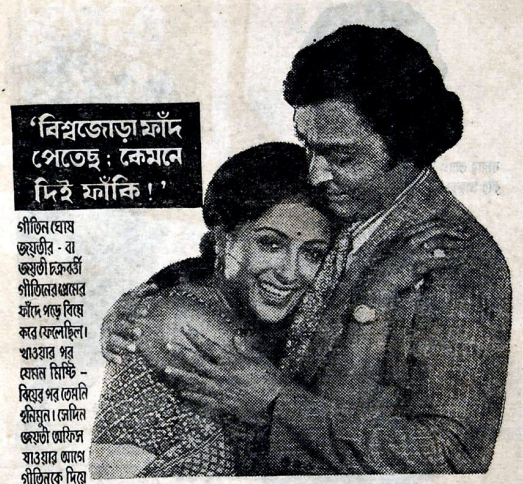

**‘বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ : কেমনে দিই ফাঁকি !’**



গীতিন ঘোষ জয়তীর - বা জয়তী চক্রবর্তী গীতিনের প্রেমের ফাঁদে পড়ে বিয়ে করে ফেলেছিল। খাওয়ার পর যেমন মিষ্টি - বিয়ের পর তেমনি হনিমুন। সেদিন জয়তী অফিস যাওয়ার আগে গীতিনকে দিয়ে তিন সত্যি করিয়ে নিল যে আজ অফিসে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে কাল. তারা গীতিনের বেবী পক্ষীরাজে (মোটর) চেপে হনিমুনে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু অফিস-বস্ পি-কে-ভট্টাচারিয়া যেন সকলের কাছে জুজু-র মত। তার হম্বি-তম্বির বিরুদ্ধে কারো দাঁড়াবার সাহস নেই। আড়ালে সবাই অবশ্য এহেন মানুষটিকে ‘পিক্‌ভোট বলে ডাকে। গীতিন যখন ছুটির দরখাস্ত নিয়ে ঢুকল তখন পিক্‌ভোট এক কর্মচারীর ছুটির দরখাস্ত নিয়ে ক্ষেপে গেছেন। তিনি নিজে অবিবাহিত বলে সকলকে স্ত্রৈণ বলে মনে করেন। ছুটি না মিললে সদ্য বিবাহিত প্রণয়িনীর কাছে মান রাখা দায় - আর একদিকে পিক্‌ভোট-কে অগ্রাহ্য করলে চাকরী বজায় রাখা কঠিন। এই রকম যখন অবস্থা। — তখন একটা ট্রাঙ্ক্-কল এল। গীতিন জানতে পারল - পিক্‌ভোট আজ রাত্রেই বম্বে চলে যাচ্ছেন। পনের দিন বাদে ফিরবেন।

যাবার আগে পিক্‌ভোট ষ্টেনোকে ডেকে এক নোটিশ জারী করে গেলেন - গীতিন সেই নোটিশে সই দিল না।

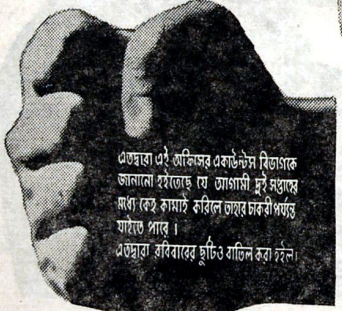

কিন্তু অসুস্থতার ওপর কোন নোটিশ জারী হয় না। বেবী পক্ষীরাজে গীতিন-জয়তী বেরিয়ে পড়ল মনের খুশীতে। সামনে পূজো। সব হোটেল, ডাক-বাংলো - গেষ্ট হাউস- রেষ্ট হাউস - হয় ভর্তী নয় রিজার্ভড্। রাতের জন্যে কোন আশ্রয় জুটছেনা তাদের। অনেক কষ্টে একটা সাধারণ ডাক্-বাংলোয় এক রাতের জন্যে আশ্রয় মিলল গীতিন আর জয়তীর। হেড্-বেয়ারা বসিরের ফাঁদে পা দিল তারা। প্রতি কথায় সেলাম ঠুকছে আর হাত পাতছে বসির। টাকার লোভে এর চেয়েও নিদারুণ এক ফাঁদে গীতিন আর জয়তীকে জড়িয়ে ফেলল বসির। যে রিজার্ভড্ কামরায় বসির তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। পরদিন সকালে সেখানে বম্বে থেকে এক বাঙালী সাহেবের আসবার কথা







সেই সাহেব আর কেউ নয় স্বয়ং পিক্‌ভোট। কিন্তু বসির সকালে জানাল — সাহেব আসছেন না। জয়তী যখন বাথরুমে স্নান করছে আর গীতিন একটু বেরিয়েছে তখন 'পিক্‌ভোট' এসে পড়ল। ফলে গীতিনকে গা ঢাকা দিতে হল। আর জয়তীকে জানাতে হল যে সে অবিবাহিতা আর একাই এসেছে এখানে। জয়তীকে নানা রকম সন্দেহ আর জেরা করে অভিভাবকের মত কড়া পাহারায় বন্দী করে ফেলল। জয়তীকে কখনো হেসে কখনো কেঁদে ম্যানেজ করে চলতে হল — যাতে গীতিন ধরা না পড়ে সেও উদ্ধার পায়।

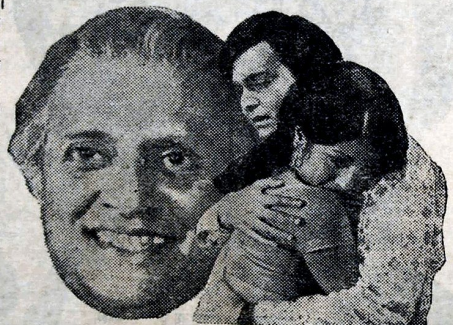

ধরা পড়ে যাওয়া আর পালানোর চেষ্টার মাঝখানে এক একটি বিচিত্র ফাঁদ সৃষ্টি হয়েছে। গীতিন আর এক বন্ধু চিত্ত কে জয়তীর মামাতো ভাই সাজিয়ে পিক্‌ডোটকে ঠকাতে পারে নি। রাণাদার মাস্তানিতেও কিছু সুরাহা হ'লনা। জয়তী খাঁচার ভেতর অসহায় বন্দিনী পাখীর মত ছটফট করেছে। আর গীতিন লুকিয়ে সেই খাঁচার পাশে মাঝে মাঝে উড়ে এসেছে। বসির বলে-ও আওরৎ-এর আশা ছেড়ে দিন-রাণাদা বলে-বউ যাক-ইজ্জৎ থাক-শেষ অবধি গীতিন জয়তীকে নিয়ে পালাতেই পুলিশ পিছু নিয়েছে। এরা যতই বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছে ততই ছবিটি কৌতুকে-হাসিতে-মজায় রসালো হয়ে উঠেছে। উৎপল দত্তের 'পিকডোট'-সৌমিত্রের 'গীতিন'-অপর্ণার 'জয়তী' বসির রূপে রবি ঘোষ যেন হাসির জোয়ারে সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। জাহ্নবী চিত্রম সমরেশ বসু রচিত 'ছুটির ফাঁদে'-র ছবি তৈরী করে হাসির রাজ্যে ঝড় তুলেছেন সলিল সেন পরিচালনা করতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলেছেন বার বার-সেটের সবাই হেসে কুটি-পাটি হয়েছেন। নচিকেতা ঘোষ-মধুর সুরসৃষ্টি করেছেন।





# গান

( ১ )

গীতিন ॥ হুঁ-এখন আমি সিক
জয়তী ॥ সিক?
গীতিন ॥ হুঁ-সিক! এখন আমার সিক
লিভ চলছেনা?
জয়তী ॥ আচ্ছা?
গীতিন ॥ উঁ-এখন আমি সিক।
এখন আমায় করো ত্রাণ
জয়তী ॥ হুঁ!
গীতিন ॥ তোমারে সঁপেছি প্রাণ—
জয়তী ॥ আহা—
গীতিন ॥ আমি তোমার চিকিৎসাধীন।
প্লীজ-দিওনা হিড়িক।
জয়তী : যাঃ!
গীতিন ॥ এখন আমি সিক।
জয়তী ॥ তুমি এখন সিক?
গীতিন ॥ হুঁ!
জয়তী ॥ ঠিক।
আমি এনে দেবো তোমার প্রাণে—
নতুন জ্যোতি
ঝলকানো দ্যুতি
জ্বলো-জ্বলো তারার মত-জ্বলবে যে
ঝিক মিক।
গীতিন ॥ ঠিক-ঠিক-ঠিক।
তবু এখন আমি সিক
ভেরি সিক।
জয়তী ॥ যাঃ।
কী লজ্জা-কী লজ্জা-কী লজ্জ—
ধীক্-ধীক্-ধীক।
তোমার অসুখের সুখ—
ঐ মাঠে প্রান্তরে
পাহাড়িয়া ঝর্ণায়
বনে-বনান্তরে।
গীতিন ॥ মোটেইনা।
জয়তী ॥ আকাশের নীড়ে যেথা-পাখী ডাকে
পিক্-পিক্-পিক্-পিক্‌পিক্-পিক্
গীতিন ॥ প্লীজ্!—প্লীজ্!
এ কথা বোলনা সোনা মনা
আরো হ'য়ে পড়ছি সিক।

( ২ )

জয়তী ॥ খুশী খুশী রাত
আলো আলো রাত
নাচো গাও দাও করতালি—
এখানে তীর ছোঁড়ে তীরন্দাজ
যার লেগে যায়,
এখানে ভালোবাসার নেশায় সবাই
ছট্ ফট্ করে হায়।
যে যাকে চায়-সে তাকে পায়না,
যে যাকে পায়-সে তাকে চায়না—
হায়— লাগলেই তুক-না লাগলেই তাক ॥
এখানে চোখে চোখে কথা,
মুখেই শুধু নয়—
ঠোঁট থেকে ঠোঁটে
হাসি চুরি হয়।
সেই চোর সহজেতো
ধরা পড়েনা।
আহা—কার কী যে চুরী হ'ল—
কেউ বোঝে না ॥
এখানে গায়ে গায়ে দোলা—
মন মাতোয়ালা।
হাতে হাতে চলে—
ছোঁয়া ছোঁয়া খেলা।
সেই ছোঁয়া বুকে লেগে
ধড়্ ফড়্ করে মন ॥
কত পাওয়ার ছিল—পাওয়া হ'ল না,
এক বুক কান্না—কাঁদা গেলনা ॥

( ৩ )

জয়তী ॥ নদীর যেমন ঝর্ণা আছে
ঝর্ণারও নদী আছে—
আমার আছ তুমি, শুধু তুমি।
বাঁশীর যেমন কৃষ্ণ আছে
কৃষ্ণেরও বাঁশী আছে—
আমার আছ তুমি, শুধু তুমি।
যতই থাক দূরে সরে
তোমায় দূরে ভাববো কেন
তোমার আমার মাঝে ওগো—
আড়াল তুলে রাখবো কেন?
সুখের যেমন দুঃখ আছে—
দুঃখের মাঝেও সুখ যে আছে—
আমার আছ তুমি, শুধু তুমি।
তোমার মধু অভিসারে—
চির জনম চলবো আমি,
সুরে-সুরে, গানে-গানে
তোমার কথাই বলবো আমি।
পথের যেমন পথিক আছে—
পথিকেরও পথ যে আছে।
আমার আছ তুমি, শুধু তুমি।

( ৪ )

গীতিন ॥ মুস্কিল আসান—
আর কেনো চিন্তা করো—
দিন রাত গুমরে মরো—
ভাবনার হবে অবসান,
আমি এসেগেছি মুস্কিল আসান।
জয়তী ॥ এইতো এলো শুভ লগন,
দৈত্যটা গুহায় এখন—
পক্ষীরাজে নিয়ে আমায়
দাওনা পিঠটান।
এসো এসো আমার মুস্কিল আসন।
গীতিন ॥ দৈত্যপুরীর পথ—উঁচুনীচু ভারী
চলা তাই যায়নাতো—বেশী তাড়াতাড়ি
হোঁচট খাইয়ে পদে-পদে,
পড়েছি যে কী বিপদে—
তবু তোমায়—করবো পরিত্রাণ—
আমি এসেছি—মুস্কিল আসান।
জয়তী ॥ দক্ষিণের ঐ বারান্দায়—
যে ঘরটাকে পাবে—
দরজাটা তার ছুঁয়েই দেখো—
অমনি খুলে যাবে।
চলে এসো—সেই খানে,
এ বন্দিনীর সন্ধানে—
আর পারিনা—হাঁপিয়ে গেছে প্রাণ ॥
এসো-এসো-আমার মুস্কিল আসান ॥

উত্তমকুমার অভিনীত

প্রতিভা পিকচার্সের ছবি

বনফুলের

# অগ্নীশ্বর

রূপায়ণে

মাধবী · সুমিত্রা · সুলতা · কাজলে

দিলীপরায় · অসিতবরণ · জহর

পার্থ · তরুণ · হরিধন প্রভৃতি

পরিচালনা

অরবিন্দ মুখার্জী

সঙ্গীত

হেমন্ত মুখার্জী

---

চণ্ডীমাতা

ফিল্মসের

যে সব ছবি

আসছে

---

অসীম সরকার প্রযোজিত

উষা ফিল্মসের

# সন্ন্যাসীরাজ

উত্তম

সুপ্রিয়া

রবীন বন্দ্যো · সুলতা · তরুণ

ও সহস্রাধিক শিল্পী

পরিচালনা

পীযুষ বসু

সঙ্গীত

নচিকেতা ঘোষ